Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 12, 1433 Bangla, May 26, 2026, Tuesday, No. 143, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has expressed deep shock and sorrow over the casualties in the bomb attack in Quetta, Pakistan. (R. Today: 17)

Present government has achieved 'visible progress' in first 100 days-- Prime Minister's Office claimed. (Jago News: 14)

Main congregation of Eid-ul-Azha will be held at National Eidgah at 7:30am, with participation of President Mohammed Shahabuddin and Prime Minister Tarique Rahman. (R. Today: 19)

Bangladesh Passenger Welfare Association alleges that 'Death procession' on roads due to excessive fare collection in buses ahead of Eid. (Jago News: 13)

Eid cattle markets opened sluggishly amid fears that sacrifices may decline this year due to high inflation and rising cattle feed costs. (Jago News: 13)

Law, Justice, and Parliamentary Affairs Minister has confirmed that trial for the rape & murder of Ramisa Akter will begin on June 1, 2026. (Jago News: 15)

Training of Bangladeshi civil servant has started in Pakistan; there were allegations of influence over these trainings that were previously held in India. (R. Tehran: 08)

Seventeen more children died from measles and measles-like symptoms across country. (DW: 11)

Joint forces detained at least 20-25 people during a drive following an attack on a RAB camp by an armed criminal group in Jungle Salimpur of Sitakunda upazila in Chattogram. (DW: 11; R. Today: 18)

The number of int'l personnel deployed for peace operations is decreasing due to geopolitical circumstances & may decrease further in future-- a report by Stockholm int'l Peace Research Institute. (DW: 11)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ১২, বাংলা ১৪৩৩, মে ২৬, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ১৪৩, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পাকিস্তানের কোয়েটায় বোমা হামলায় হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। (রেডিও টুডে: ১৭)

বর্তমান সরকার প্রথম ১০০ দিনে 'দৃশ্যমান অগ্রগতি' অর্জন করেছে --- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দাবি। (জাগো নিউজ: ১৪)

জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদুল আজহার প্রধান জামাত সকাল সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অংশ নেবেন । (রেডিও টুডে: ১৯)

ঈদকে সামনে রেখে বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কারণে সড়কে 'মৃত্যুর মিছিল'; অভিযোগ বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির। (জাগো নিউজ: ১৩)

মুদ্রাস্ফীতি ও পশুখাদ্যের উচ্চমূল্যের কারণে এ বছর কোরবানির পরিমাণ কমে যাওয়ার আশঙ্কায় ঈদের পশুর হাটগুলো মন্থর গতিতে শুরু হয়েছে। (জাগো নিউজ: ১৩)

১লা জুন, ২০২৬ থেকে শিশু রামিসা হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হবে --- জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ১৫)

পাকিস্তানে বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে; আগে ভারতে হওয়া এসব প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ ছিল। (রেডিও তেহরান: ০৮)

দেশে হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে আরও ১৭ শিশুর মৃত্যু। (ডয়চে ভেলে: ১১)

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে একটি সশস্ত্র অপরাধী গোষ্ঠীর র‍্যাব ক্যাম্পে হামলার পর যৌথ বাহিনী এক অভিযানে অন্তত ২০-২৫ জনকে আটক করেছে। (ডয়চে ভেলে: ১১; রেডিও টুডে: ১৮)

ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে শান্তিবাহিনীতে সেনার সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান এবং ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরো কমতে পারে --- স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর রিপোর্ট। (ডয়চে ভেলে: ১১)

বিবিসি

বাংলাদেশে ধর্ষণ ও হত্যার আলোচিত ছয়টি মামলা কী অবস্থায় আছে?

বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ, প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে ধর্ষণের পর হত্যার অনেক ঘটনা অতীতেও আলোচনায় এসেছে। এমন অনেক ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালেও অনেকগুলো দীর্ঘদিন ধরেই বিচারাধীন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরাধীদের বিচারে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর আইন থাকার পরও, বিচারিক প্রক্রিয়ার নানা জটিলতা ভুক্তভোগীদের দীর্ঘসূত্রিতায় ফেলছে। অপরাধ করেও বিচারের আওতায় না আসার উদাহরণ অপরাধীদেরকে এসব কাজ করতে আরও উৎসাহ জোগাচ্ছে বলেই মনে করে আইন বিশেষজ্ঞরা। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০ মে পর্যন্ত মাত্র চার মাসেই কমপক্ষে ১১৮ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আর ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার কমপক্ষে ১৭ শিশু। এসবের মধ্যে সামান্য কিছু মামলা দেশজুড়ে আলোচনা তৈরি করে। দ্রুত তদন্ত, গ্রেফতার বা বিচার কার্যক্রম চলে। তারপরেও অনেক মামলার বিচার শেষ হতে বছরের পর বছর চলে যায়। বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে বলেই মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফৌজিয়া করিম ফিরোজ। "হত্যা ও ধর্ষণের বিচার কত দিনে করতে হবে, কতটা দ্রুত করতে হবে, সব কিছুই আইনে বলে দেওয়া আছে। কিন্তু আইন যেভাবে লেখা আছে, আমরা সেভাবে এনফোর্স করতে পারি না," তিনি বলেন। আইনের প্রক্রিয়াগত জটিলতা এবং বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত দুর্বলতার বিষয়গুলোও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য দায়ী বলেই মনে করেন এই আইনজীবী। "শিশু রামিসার বাসায় প্রধানমন্ত্রী গেছেন, এখন এই মামলা হয়ত ভালো অগ্রগতি হবে। কিন্তু এক মাস পর, দুই মাস পর এটিও তালিকায় পিছিয়ে যাবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। অতীতেও এরকম বেশ কিছু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা বাংলাদেশে আলোড়ন তৈরি করেছিল। সেসব ঘটনার বিচার কার্যক্রম এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে?

দিনাজপুরের ইয়াসমিন হত্যা

১৯৯৫ সালের আগস্টে দিনাজপুরে ঘটে যাওয়া ইয়াসমিন আক্তার হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বেদনাদায়ক ঘটনা। যা পরবর্তীতে দেশজুড়ে পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। ওই বছরের ২৩ আগস্ট রাতে ইয়াসমিন আক্তার নামে ১৬ বছর বয়সি এক কিশোরী ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাড়ি ফিরছিলেন। পথে দিনাজপুরের দশমাইল মোড়ে তিনি দিনাজপুরগামী বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় টহলরত পুলিশের একটি ভ্যান সেখানে উপস্থিত হয়। স্থানীয়দের পরামর্শে এবং নিরাপত্তার আশায় ইয়াসমিন কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুলিশের ওই ভ্যানে ওঠেন। কিন্তু পরদিন সকালে গোবিন্দপুর এলাকায় ইয়াসমিনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দিনাজপুর শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিচারের দাবিতে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন এবং সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে শহরে কারফিউ জারি করে মোতায়েন করা হয় বিডিআর (বর্তমান বিজিবি)। বিক্ষোভ সামাল দিতে টানা ৩৮ ঘণ্টা কারফিউ বলবৎ থাকে। জনরোষ কমাতে তৎকালীন জেলা পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয় এবং দিনাজপুর থেকে ১০৫ জন পুলিশ সদস্যকে একযোগে অন্য জেলায় সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রবল আন্দোলনের মুখে নমনীয় হতে বাধ্য হয় প্রশাসন। ঘটনার পাঁচদিন পর পুনরায় ময়নাতদন্ত ও সুরতহাল রিপোর্টের জন্য কবর থেকে তোলা করা হয় ইয়াসমিনের মরদেহ। তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মামলা দায়ের করা হয় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে, ঘটনার নয় বছর পর, ২০০৪ সালে ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা মামলার দায়ে অভিযুক্ত তিন পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

যে বিচারে লেগেছিল আঠারো বছর

শাজনীন তাসনিম রহমান হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত একটি ঘটনা। যার বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ করে সাজা কার্যকর হতে সময় লেগেছিল আঠারো বছরের বেশি। ১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল, গুলশানের নিজ বাড়িতে খুন হন ট্রান্সকম গ্রুপের তৎকালীন চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের মেয়ে এবং স্কলাস্টিকা স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী শাজনীন তাসনিম রহমান। ঘটনার পরদিন শাজনীনের বাবা লতিফুর রহমান গুলশান থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতনের দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটির বিচারকার্য শুরু হয়। মিজ শাজনীনকে ধর্ষণ ও খুনের পরিকল্পনা এবং সহযোগিতার দায়ে ২০০৩ সালে ছয় আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেন বিচারিক আদালত। পরে ২০০৬ সাথে ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের আপিলের শুনানি শেষে পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন হাইকোর্ট। ২০১৬ সালে চূড়ান্ত রায়ে আরও চার আসামিকে খালাস দেয় আপিল বিভাগ। কেবল গৃহকর্মী শহীদুল ইসলাম ওরফে শহীদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ এই চূড়ান্ত রায়টি প্রদান করেছিলেন। দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে ২০১৭ সালের নভেম্বরে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারে শহীদুল ইসলাম শহীদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

দশ বছরেও হয়নি তনু হত্যার বিচার

দীর্ঘ দশ বছরেও সুরাহা হয়নি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলার। ২০১৬ সালের ২০ মার্চ মিজ তনুর মরদেহ কুমিল্লা সেনানিবাসের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থানা পুলিশ ও ডিবি তদন্ত করলেও পরে এই মামলার দায়িত্ব পায় সিআইডি। কুমিল্লা সেনানিবাসের মধ্যে যে জায়গায় তনুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ঘুরে এসে ওই সময় সিআইডি তদন্ত দলের কর্মকর্তা নাজমুল করিম খান সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, এখন পর্যন্ত তদন্তে তাদের মনে হচ্ছে, তনুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। মি. খান জানান, তাদের ধারণা তনুর মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে তাকে হত্যা করা হয়নি, অন্য জায়গায় হত্যা করে মৃতদেহ সেখানে ফেলা যাওয়া হয়। সে সময় সিআইডি জানায়, ডিএনএ পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত মিলেছে, তবে চিকিৎসকরা দুইবার ময়নাতদন্ত করার পরও মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করতে পারেননি। এর দীর্ঘ সময় পর এই মামলার দায়িত্ব পায় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা পিবিআই। প্রায় স্থবির হয়ে পড়া এই মামলাটি সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে আবারও। গত ২১ এপ্রিল ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মামলার অন্যতম আসামি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর রহমানকে আটক করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা পিবিআই। ৫২ বছর বয়সি এই ব্যক্তি ২০১৬ সালে তনু হত্যাকাণ্ডের সময় কুমিল্লা সেনানিবাসে দায়িত্বরত ছিলেন। পিবিআই কর্মকর্তা মো. তরিকুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছে যে, গ্রেফতার হাফিজুর রহমানের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি মামলার রহস্য উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। "বর্তমানে মামলাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। সন্দেহভাজন অন্যান্য ব্যক্তিদেরও চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে," বলেও বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন মি. ইসলাম। এদিকে, তনু হত্যার বিচারের আশায় এখনও অপেক্ষার কথা বলছেন তার পরিবারের সদস্যরা। মিজ তনুর বাবা মোহাম্মদ ইয়ার হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিছি, আমার মেয়েটারে মাইরা ফেললো, বিচার পাইলাম না এত বছরেও, এখন নতুন করে তারা একজনরে ধরছে, দেখি কী হয়।"

চলন্ত বাসে ধর্ষণ ও হত্যা

দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল টাঙ্গাইলের মধুপুরে চলন্ত বাসে জাকিয়া সুলতানা রুপা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট বগুড়ায় চাকরির পরীক্ষা শেষে 'ছোঁয়া পরিবহণ' বাসে করে কর্মস্থল ময়মনসিংহের দিকে ফিরছিলেন জাকিয়া সুলতানা রুপা। পথিমধ্যে বাসের চালক, সহকারী ও সুপারভাইজার মিলে তাকে চলন্ত বাসে গণধর্ষণ ও হত্যা করে টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় ফেলে রেখে যায়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করলেও পরিচয় শনাক্ত করতে না পেরে বেওয়ারিস হিসেবে দাফন করে। ঘটনার তিনদিন পর, ২৮ আগস্ট রুপার ভাই ছবি দেখে বোনের মরদেহ শনাক্ত করেন। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর সারা দেশে প্রতিবাদ হয়েছিল। ওই সময় ছোঁয়া পরিবহণের চালক হাবিবুর রহমানসহ সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ২০১৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এই মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং সুপারভাইজার সফর আলীকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তীতে মামলার নথিপত্র হাইকোর্টের ডেথ রেফারেন্স শাখায় পৌঁছালে, দীর্ঘ শুনানি শেষে সাত বছর আগের সেই রায়ের ওপর আপিল নিষ্পত্তি করেন হাইকোর্ট। এই মামলায় তিন আসামির সাজা কমিয়ে রায় দেন হাইকোর্ট। যাদের মধ্যে দু-জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং একজনের সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আর কারাবন্দি অবস্থায় মৃত্যু হয় এক আসামির।

আপিলে আটকে আছিয়া হত্যার বিচার

২০২৫ সালের মার্চ মাসে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার জারিয়া গ্রামে নির্যাতনের শিকার হন আট বছরের শিশু আছিয়া। পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা জানান, শিশুটি মাগুরা শহরে তার বোনের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে এই ঘটনার শিকার হন। ৬ মার্চ বেলা ১১টার দিকে শিশুটিকে অচেতন অবস্থায় মাগুরা আড়াইশ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে আসেন এক নারী। হাসপাতালে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শিশুটির গলায় দাগ ও শরীরে বেশ কিছু জায়গায় আঁচড় দেখতে পান। চিকিৎসকদের উদ্ধৃত করে পুলিশ জানায়, শিশুটির যৌনাঙ্গে রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। গুরুতর অবস্থায় শিশুটিকে ঢাকায় আনার পর চিকিৎসকরা জানান যে, তার শারীরিক অবস্থা 'ক্রিটিক্যাল'। ৭ মার্চ রাত থেকে শিশুটিকে লাইফ সাপোর্টে দেওয়া হয়। পরে ১৩ মার্চ ঢাকার সিএমএইচ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সারা দেশে ব্যাপক আলোচনা ও মানুষের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। গত বছরের ১৭ মে এই ধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রধান আসামি শিশুটির বোনের শ্বশুর হিটু শেখকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন আদালত। কিন্তু এই রায়ের পর বছর পেরোলেও এখনও বিচারিক প্রক্রিয়াই আটকে রয়েছে অপরাধীর শাস্তি। মামলাটি হাইকোর্টে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানান আইনজীবী মনিরুল ইসলাম মুকুল। তিনি বলছেন, "আসামির সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। পরে ডেথ রেফারেন্সের জন্য মামলার নথি হাইকোর্টে পাঠানো হয়। কিন্তু আসামির পক্ষে হাইকোর্টে আপিল হওয়ায়, সেটি শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে।" মি. মুকুল বলছেন, "হাইকোর্টে যাওয়ার পর পেন্ডিং অ্যান্ড প্রসেসের একটা বিষয় আছে। তবে বিচারিক আদালত যে রায় দিয়েছেন, সেটি হাইকোর্টেও বহাল থাকবে বলে আশা করি।"

চার্জশিট হয়নি ইরা হত্যার

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডের পাহাড়ি এলাকায় চলতি বছরের পহেলা মার্চ হত্যাচেষ্টার শিকার হয় সাত বছর বয়সি শিশু জান্নাতুল নাইমা ইরা। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। ধর্ষণচেষ্টার পর শিশুটিকে ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যার

চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করেন। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মূল অভিযুক্ত বাবু শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করে পুলিশ। সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম পুলিশ জানায়, শিশুটিকে চকলেট আর বেড়ানোর কথা বলে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিবেশী এক ব্যক্তি। সেখানেই শিশুটিকে ধর্ষণ চেষ্টার পরে গলা কেটে দিয়ে জঙ্গলে রেখে গিয়েছিল ওই ব্যক্তি। ঘটনার পরপরই শিশুটির রক্তাক্ত একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে এ নিয়ে সারা দেশে ব্যাপক আলোচনা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। প্রধান অভিযুক্ত গ্রেফতারের পরেও তিন মাস হতে চললেও, এখনো এই মামলার অভিযোগপত্র দিতে পারেনি পুলিশ। এই ঘটনার বিচারিক প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা পাকলিক প্রসিকিউটর মোহাম্মদ সরওয়ার হোসেন লাভলু। তিনি বলছেন, ১৫ জুন এই মামলার চার্জশিট দাখিল করার কথা রয়েছে, চার্জশিট দাখিল হলেই বিচারকাজ শুরু হবে। "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই মামলার বিষয়ে আন্তরিক, তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, চার্জশিট তৈরির কাজ প্রায় শেষ, নির্ধারিত সময়ের আগেই চার্জশিট দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. লাভলু। তিনি বলেন, চার্জশিট অনুযায়ী এই মামলা কোন আইনে হবে, সেটি নির্ধারিত হবে। এটি পরিকল্পিত হত্যা, নাকি অন্যকিছু, সেটিও পরবর্তীতেই বোঝা যাবে। এদিকে, শিশু জান্নাতুল নাইমা ইরা হত্যা মামলায় আগামী ৩০ মে'র মধ্যে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ। ইতোমধ্যে ডিএনএ রিপোর্টও পাওয়া গেছে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহিনুল ইসলাম। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৫.২০২৬ নারগীস)

ঋণ করে বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কোরবানি নিয়ে ধর্মীয় বিধানে কী বলা আছে?

ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানির ঈদ বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছর কোরবানির ঈদে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পশু কোরবানি করে থাকেন মুসলিম বিশ্বসহ বাংলাদেশের মুসলমানরা। প্রতিবছর ঈদুল আযহার দিন থেকে পরবর্তী তিনদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১২ জিলহজ পর্যন্ত বিভিন্ন পশু কোরবানি দিয়ে থাকেন মুসলমানরা। সম্পদশালী ব্যক্তিদের কারো কারো একাধিক পশু কোরবানি দিতেও দেখা যায়। আবার মধ্যবিত্ত অনেকে ভাগে উট, গরু বা মহিষের মতো পশু কোরবানি দিয়ে থাকেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, ঈদুল আযহায় পশু কোরবানি সামর্থ্যবান নর-নারীর ওপর ওয়াজিব। কিন্তু অনেকেই জানেন না, ঠিক কত টাকা হলে একজন মুসলমানের ওপর কোরবানি ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ, যার কাছে কোরবানির দিনগুলোতে তার মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর নির্দিষ্ট পরিমাণ বা নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তাকে কোরবানি দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যে সম্পদ থাকলে জাকাত ওয়াজিব হয়, সেই ধরনের সম্পদ যদি তার থাকে, তাহলে তো তার কোরবানি ওয়াজিব হবে।" অনেকের মাঝে প্রশ্ন আছে, যদি কারও কোরবানি করার সামর্থ্য না থাকে অথবা তিনি ঋণগ্রস্ত থাকেন, তার ক্ষেত্রে কোরবানি দেওয়ার বিধান কী? ইসলামি গবেষকরা বলছেন, কেউ যদি ঋণের বোঝায় জর্জরিত থাকেন, সেক্ষেত্রে ঋণ করে কোরবানি দেওয়ার ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে ইসলামে।

কোরবানি ওয়াজিব যাদের জন্য

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী কোরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও আত্মিক ইবাদত। আরবি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, প্রতিবছর জিলহজ মাসের ১০ তারিখ কোরবানির দিন ও পরবর্তী দুই দিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা কোরবানি দিয়ে থাকেন। ধর্মীয় বিশ্লেষকরা বলছেন, যাদের ওপর কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব, তারা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোরবানি না দেন, তাহলে গুনাহের ভাগীদার হতে হবে। অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলছিলেন, "যে ব্যক্তির নেসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, তাকে অবশ্যই কোরবানি দিতে হবে। আর যদি না দেন, তাহলে তিনি ওয়াজিব ভাঙল।" ইসলামের বিধান অনুযায়ী, নেসাব অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কাছে সাড়ে সাত ভরি পরিমাণ স্বর্ণ অথবা সাড়ে ৫২ ভরি পরিমাণ রুপা বা এর সমমূল্যের নগদ টাকা অথবা সম্পদ থাকলে, তার জন্য কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, যেই ব্যক্তির সামর্থ্য রয়েছে, কিন্তু সে যদি পশু কোরবানি না করে, তাকে ঈদগাহের কাছে না যেতে বলা হয়েছে। অধ্যাপক রশীদ বলছিলেন, যাদের ওপর কোরবানি ওয়াজিব, তাদের অবশ্যই কোরবানি দিতে হবে। যাদের ওপর কোরবানি ওয়াজিব, তারা যদি তা পালন না করেন, তবে তারা ওয়াজিব তরক করার গুনাহের ভাগীদার হবেন। অন্যদিকে, ইসলামের বিধান অনুযায়ী, যাদের সেই পরিমাণ সম্পদ বা সম্পত্তি নেই, তাদের জন্য পশু কোরবানি বাধ্যতামূলক নয়।

ঋণ করে বা ঋণগ্রস্তের জন্য কী নিয়ম?

বাংলাদেশে প্রতিবছর কোরবানিতে ৯০ লাখ থেকে ১ কোটি গরু কোরবানি হয়ে থাকে। যার মধ্যে বেশিরভাগই গরু এবং ছাগল কোরবানি দিয়ে থাকেন মুসলমানরা। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, যার নেসাব বা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকে, তার জন্য কোরবানি দিতে হবে। তবে বাংলাদেশে অনেক সময় দেখা যায়, আর্থিকভাবে সামর্থ্য না থাকার পরও অনেকেই ঋণ করে কোরবানি দিতে চান। ইসলামের গবেষকরা বলছেন, যে ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজিব, তিনিও যদি ঋণের টাকা দিয়ে কোরবানি করেন, তাহলে তার কোরবানি আদায় হয়ে যাবে। অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ঋণগ্রস্ত হলে কোরবানি দেবে না বলেও এক ধরনের কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এখানে বিষয়টি হলো, জীবনযাত্রা যেখানে একেবারেই চলে না, কষ্ট হয় থাকা ও খাওয়ার জন্য অর্থ নেই এরকম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির

কোরবানির দরকার নাই। তাদের জন্য কোরবানি ওয়াজিব না।" এর ব্যাখ্যায় তিনি বলছিলেন, কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পূরণ হওয়ার পর, যদি কোনো ব্যক্তি তার হাতে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ না থাকার কারণে ঋণ করে কোরবানি করেন, তবে তার এই ইবাদতটি সহিহ হবে এবং ওয়াজিব আদায় হবে।" "তবে এই ঋণের বোঝা পরিশোধ করার সামর্থ্য তার থাকতে হবে, যাতে করে পরবর্তীতে তা তার জন্য বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়," বলছিলেন মি. রশীদ। যে কারণে ঋণের টাকা পরিশোধের সামর্থ্য বা উৎস না থাকলে ঋণ করে কোরবানি না দেওয়ার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা। বিভিন্ন সময় অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি, ব্যবসায়ী বা মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে কোরবানির বিধান কী, সেটি নিয়েও প্রশ্ন থাকে অনেকের। এক্ষেত্রে অধ্যাপক রশীদ বলছিলেন, "মনে করেন, আমার জমি আছে কিন্তু একটা কাজের জন্য ঋণ করলাম কিন্তু তার অপজিটে আমার সম্পদ আছে, তার ক্ষেত্রে কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব। একইভাবে হজের ক্ষেত্রে সে যদি ঋণগ্রস্ত হন, তার জন্য হজ ওয়াজিব।" অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির ঋণের অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা থাকলে, তিনি যদি ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকেন, তাহলে তার জন্য কোরবানি দেওয়া ইসলামের বিধান অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। ইসলামি গবেষকদের মতে, শরিয়ত অনুযায়ী সুদভিত্তিক যে-কোনো লেনদেন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, আর কোরবানি একটি বিশুদ্ধ ইবাদত, যা সুদের মতো অপবিত্র অর্থ দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না।

কোরবানির ক্ষেত্রে যে নিয়ম জানা জরুরি

বাংলাদেশে প্রতিবছর ঈদুল আযহায় যে পরিমাণ গবাদি পশু কোরবানি বা জবাই করা হয়, তার মধ্যে বেশিরভাগই গরু ও ছাগল কোরবানি হয়ে থাকে। এর বাইরেও বর্তমানে বাংলাদেশে মহিষ, ভেড়া, দুম্বা, উটও কোরবানি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকের পক্ষেই একা একটি গরু কোরবানি দেওয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে ভাগে কোরবানি দিয়ে থাকেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, গরু, মহিষ ও উটে সর্বোচ্চ সাতজন শরিক হতে পারেন। তবে ছাগল, ভেড়া বা দুম্বায় একাধিক শরিক হওয়া জায়েজ নয়, এটি একজনের নামেই হতে হবে। ইসলামি গবেষকরা বলছেন, ধর্মীয় নিয়ম অনুযায়ী গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে অন্তত দুই বছর, উটের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর এবং ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার ক্ষেত্রে অন্তত এক বছর পূর্ণ হতে হবে। তবে ভেড়া বা দুম্বা যদি ছয় মাসের হয় কিন্তু দেখতে এক বছরের মতো বড়ো লাগে, তবে তা দিয়ে কোরবানি জায়েজ। অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলছিলেন, "আমাদের দেশে অনেক সময় কোরবানি লোক দেখানো বিষয় হয়। নিয়ম অনুযায়ী, একজনের জন্য একটা বকরি বা ছাগল যথেষ্ট। একটা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ যথেষ্ট। কিন্তু দেখা যায়, কেউ কেউ ২০টা গরুও কোরবানি দিচ্ছে।" "যদি কেউ গরীব লোককে দেওয়ার জন্য অনেক প্রয়োজনের অতিরিক্ত পশু কোরবানি দেয়, সেটি স্বাভাবিক। কিন্তু সেটি যেন লোক দেখানো না হয়," যোগ করেন তিনি। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, কোরবানি ব্যক্তিভিত্তিক ইবাদত। পরিবারের একাধিক সদস্য (যেমন বাবা, মা, ছেলে) যদি প্রত্যেকে পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন, তবে প্রত্যেকের ওপর আলাদাভাবে কোরবানি ওয়াজিব হবে। অনেকে আবার প্রশ্ন করে থাকেন, কোরবানির জন্য সমপরিমাণ টাকা কী দান করা যাবে কী -না । এর জবাবে ইসলামি গবেষক ও লেখকরা বলছেন, কোরবানির মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নামে পশু রক্ত প্রবাহিত করা। পশুর বদলে টাকা দান করলে ওয়াজিব কোরবানি আদায় হবে না। তবে নফল হিসেবে দান করা যেতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৫.২০২৬ নারগীস)

ঈদে বাড়ি ফেরার পথে রড-বোঝাই ট্রাক উল্টে ১৫ জন নিহত, এই দায় কার?

ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে একটি রডবোঝাই ট্রাক উল্টে ১৫ জন নিহত হয়েছেন এবং ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মহাসড়কের সরাতৈল দক্ষিণপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। আহতরা এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। টাঙ্গাইলের যমুনা সেতু পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার ফুয়াদ রুহানি বিবিসি বাংলাকে জানান, নিহতদের মরদেহ মর্গে রাখা আছে। নিহতদের পরিবার এসে শনাক্ত করার পর তাদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে যে, ওই যাত্রীরা ঈদের ছুটি কাটাতে ট্রাকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। মূলত, যাতায়াত খরচ কমানোর জন্যই তারা এভাবে ভ্রমণ করছিলেন। যাত্রীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন বলছে, এই দুর্ঘটনার দায় রাষ্ট্র ও পুলিশের। তবে, পুলিশ বলছে, লুকিয়ে ট্রাকে করে যাত্রী পরিবহণ করা হচ্ছিল। এই ঘটনায় তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ট্রাকের নীচে ২১ জন, চালক-সহকারী পলাতক

আহত এবং ওই ট্রাকে থাকা অন্যান্য যাত্রীদের সাথে কথা বলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানতে পেরেছে, ওই ট্রাকের যাত্রীদের বেশিরভাগের বাড়ি নওগাঁর মান্দা উপজেলায়। মান্দা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছি, নিহতদের অধিকাংশই মান্দা উপজেলার। শোনা যাচ্ছে, অন্তত ১৩ জনের বাড়ি মান্দায় হতে পারে।" "'নিহতদের পরিচয় জানি না এখনও, তবে শুনেছি তারা চুলের ব্যবসা করতেন। ঈদের ছুটিতে তারা চট্টগ্রাম থেকে নওগাঁ ফিরছিলেন বলে জানতে পেরেছি," যোগ করেন তিনি। এদিকে, এলেঙ্গা ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ আতাউর রহমান বিবিসি বাংলাকে জানান, আজ সোমবার ভোর ৪টা ৫ মিনিটে দুর্ঘটনার খবরটি পান এবং এরপর ঘটনাস্থলে যান। "আমরা গিয়ে দেখি, ট্রাকটা উল্টে পড়ে আছে। ট্রাকটা রড-বোঝাই ছিল। ওই রডের ওপর যাত্রীরা বসে ছিল।

জীবিতদের ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলে আমরা জেনেছি, ট্রাকটিতে ২৫-২৬ জন যাত্রী ছিল। এদের কয়েকজন ছিটকে পড়েও আহত হয়। বাকি ২১ জন পড়ে রডের নীচে।"

স্থানীয় ও পুলিশের সহযোগিতায় ট্রাকের তল থেকে সবাইকে বের করা হয়। কিন্তু উদ্ধারকৃতদের ১৫ জন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তাদের মরদেহ যমুনা সেতু পূর্ব থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বাকী ছয়জনকে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা আতাউর রহমান আরও জানান, তারা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে যে, ওই ট্রাকের প্রায় সবার বাড়ি নওগাঁ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায়। দুর্ঘটনার কারণ জানা গেছে কিনা, জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। হতে পারে যে, ড্রাইভার হয়ত ঘুমাচ্ছিলো বা কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল। "কারণ ট্রাকটি অন্য কোনো গাড়ির সাথে লাগেনি। সামনে-পেছনে কোনো আঘাত নেই। যারা গাড়িতে ছিল, তারাও বলছে গাড়ির সাথে অন্য কিছু লাগেনি।" তবে ওই ট্রাকের ড্রাইভার ও ড্রাইভারের সহকারী ঘটনার পরপরই পালিয়েছে। ড্রাইভার ও ড্রাইভারের সহকারী খুব বেশি আহত হয়নি শুনেছি। যাত্রীরা আহত হয়েছে, কারণ তারা ছিল রডের ওপরে, পেছনে," যোগ করেন তিনি।

ঈদের ছুটিতে মানুষের মৃত্যু, এই দায় কার?

টাঙ্গাইলের স্থানীয় সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আল নোমান ঘটনাস্থলে ওই ট্রাকের যাত্রীদের সাথে কথা বলে জানান, কম টাকার জন্য তারা ট্রাকে উঠেছিলেন। রবান্নী নামক এক যাত্রী বলেছেন, তারা ঘুমের অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ করেই দেখি ট্রাকটি উল্টে গিয়েছে। এর পরে আর কিছুই বলতে পারবো না। আমরা ট্রাকে ২২ জন যাত্রী ছিলাম। ট্রাকের আরেক যাত্রী তরিকুল ইসলাম বলেন, ট্রাকটি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলা যাবে। আমরা চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাওয়ার জন্য চট্টগ্রামের অলংকার থেকে উঠেছিলাম। মূলত বাসের ভাড়া জনপ্রতি ১৭০০ থেকে ১৮০০ টাকা চাওয়া হয়। কম টাকার জন্য আমরা ট্রাকে উঠি। আমরা চারজনে ২৩০০ টাকা দেই। আমার দুইজন মারা গিয়েছে। সড়ক অব্যবস্থাপনা ও যাত্রীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী এই দুর্ঘটনার মূল দায় মালিক সমিতিকে দিয়েছেন। তার ভাষায়, "এখানে স্পষ্টত মালিক সমিতি দায়ী। কারণ ঈদের আগে মালিক সমিতি বলেছিল, তারা ঈদের সময় যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করবে না।" কিন্তু "এখন বাসে বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের নৈরাজ্য চলছে। স্বাভাবিকভাবে চট্টগ্রাম থেকে নওগাঁয় ৮০০ থেকে এক হাজার টাকা ভাড়ায় যাওয়া যায়। কিন্তু ঈদের সময় এই ভাড়া বেড়ে দাঁড়ায় দুই হাজার। এখন কারও পরিবারে চারজন সদস্য থাকলে একটা সাধারণ পরিবারের পক্ষে আট হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে ঈদে বাড়ি যাওয়া সম্ভব না," বলেন মি. চৌধুরী। পাশাপাশি, রাষ্ট্রকেও সমানভাবে দায়ী করেন তিনি। তিনি বলেন, "যে শ্রমিকরা রাষ্ট্র তৈরি করছেন, তারা ঈদে বাড়ি যাবেন, রাষ্ট্র তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। পরিবহণ ক্ষেত্রে আমরা অমানবিকই রয়ে গেলাম।"

এদিকে, হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি মো. দেলোয়ার হোসেন মিয়া বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, "ওই লোডেড ট্রাকের ডালা ছিল অনেক উঁচু। ট্রাকের ভেতরে যে মালামাল বা মানুষ আছে, তা দেখা যায় না। কাজেই, আমাদের সামনে দিয়ে যখন গেছে, তখন আমাদের ফোর্স বা পুলিশ সেটা দেখতে পায়নি। হয়ত ওরা (যাত্রী) ঘুমিয়ে ছিল। আর যেহেতু রড ভর্তি ছিল, রডটা তো নীচু, উপরে উঠে নাই। তাই, ওখানে যে লোক ছিল, সেটা হাইওয়ে পুলিশ দেখতে পারে নাই। বাইরে থেকে দেখা যায় না। অ্যাক্সিডেন্ট যখন করছে, তখন বুঝতে পারছে যে, লোক ছিল।" তিনি বলেন, "আমরা সবসময় ডিসকারেজ করি, লোডেড কোনো গাড়িতে না আসার জন্য। লোকগুলো যেখান থেকে উঠছে, পুলিশকে হয়ত ফাঁকি দিয়েই উঠছে আর যেহেতু ডালা অনেক উঁচু, দেখা যায় নাই, তাই হাইওয়ে পুলিশ যে নামিয়ে দেবে, সেটাও করতে পারে নাই।" তিনি জানান, "লোডেড গাড়িতে যাত্রী ওঠানোর কথা না। তাই এদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।" ঈদের সময়ে না শুধু, প্রায় সারা বছরই প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশের কোনো না কোনো স্থান থেকে সড়ক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। গণমাধ্যমের সংবাদ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ যাত্রীকল্যাণ সমিতির তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ঈদুল আযহায় সারা দেশে ৩৮৯টি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং সেসব দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৩৯০ জন। আর এসব দুর্ঘটনায় আহতের সংখ্যা এক হাজার ১৮২। চলতি বছর ঈদুল ফিতরেও সড়ক, রেল ও নৌপথে ১৫ দিনে মোট ৩৭৭টি দুর্ঘটনায় ৩৯৪ জন নিহত হয়েছেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৫.২০২৬ নারগীস)

ঈদুল আযহার দিন বাংলাদেশের আবহাওয়া কেমন থাকবে?

রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরে হালকা থেকে মাঝারি কিংবা কখনও বা ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সোমবার দুপুরের দিকে ঢাকায় ভারী বৃষ্টিপাতে নগরীর বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। এরই মধ্যে ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটিও শুরু হয়েছে। পরিবার পরিজন নিয়ে ঈদের ছুটি কাটাতে অনেকেই ছুটছেন বাড়ির পথে। ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসেছে পশুর হাট। কখনও কখনও হঠাৎ বৃষ্টি দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে জনজীবনে। বাংলা ক্যালেন্ডারের পাতায় এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। বর্ষাকাল শুরু হতে আরো ২০ দিনের মতো বাকি। তবুও দেশের বিভিন্ন স্থানে গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রতি বছর ঈদুল আযহার দিন সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় ঈদ জামাত ও পশু কোরবানি। যে কারণে সাধারণ মানুষের অনেকের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে ঈদের দিনের আবহাওয়া কেমন থাকবে? বাংলাদেশ আবহাওয়া

অধিদপ্তর সোমবার আগামী পাঁচদিনের একটি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, ঈদের দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ী দমকা হাওয়া ও বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের অনেক এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, মে মাস বজ্র ঝড় ও শিলা বৃষ্টির মাস। এই মাসে গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা তৈরি হয়। এই মেঘমালা তৈরি হলে অনেক সময় অল্প সময়ের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। একদিকে ঈদের দিন যেমন ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন বিভাগে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তেমনি তার আগের দুইদিনও ঢাকা দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, কোরবানির ঈদের আগের এই দুই দিনের বৃষ্টিপাতে ভোগান্তি বাড়তে পারে পশুর হাট কিংবা মানুষের ঈদ যাত্রায়।

পাঁচদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

সোমবার থেকে আগামী পাঁচদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়া, বজ্র বৃষ্টি ও ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর। সোমবার বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস ছিল আগে থেকেই। এদিন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতাও দেখা দেয়। আবহাওয়া অধিদপ্তরে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামীকাল অর্থাৎ ২৬ মে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামের কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবৃষ্টিসহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে এবং কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা। ঈদের আগের দিন বুধবার রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে। বৃষ্টিপাতের কারণে সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ঈদের দিন রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি ও বজ্র বৃষ্টি হতে পারে। এই সময়ে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে, তবে অপরিবর্তিত থাকবে রাতের তাপমাত্রা। ঈদের পরদিন শুক্রবার ঢাকাসহ আটটি বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় দমকা ও ঝড়ো হাওয়াসহ ভারী বৃষ্টি ও বজ্র বৃষ্টি হতে পারে। এই সময়ে সারাদেশের দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে আর রাতের তাপমাত্রা থাকবে অপরিবর্তিত। আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "মে মাস যেহেতু বজ্রপ্রবণ মাস, যে কারণে স্থানীয়ভাবে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও অস্থায়ী দমকা বাতাস ও ঝড়ো হাওয়াসহ বজ্র বৃষ্টি বা কালবৈশাখি ঝড় হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আবহাওয়া অফিস পাঁচদিনের পূর্বাভাস দিলেও, বজ্র বৃষ্টির সঠিক পূর্বাভাস তিন থেকে চার ঘণ্টা আগে সঠিকভাবে বলা যায় না।

ঈদের দিন ঢাকায় দুই দফা বৃষ্টির পূর্বাভাস

আবহাওয়া অফিস যে পাঁচদিনের পূর্বাভাস দিয়েছে, সেখানে কোরবানির ঈদের দিন বৃহস্পতিবার ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রায় সব বিভাগেই বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বৃহস্পতিবার ঈদের দিন রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের প্রায় ২৬-৫০ শতাংশ এলাকায় এবং ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগের ১-২৫ শতাংশ এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা জানান, বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর এই পূর্বাভাস তৈরি করতে গাণিতিক মডেল ফলো করে থাকে। যেই মডেল অনুযায়ী তিনদিন আগে পর্যন্ত অনেকটাই সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারে। এই গাণিতিক মডেল পর্যবেক্ষণ করে আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক ঈদের দিন ঢাকায় কখন কখন, কতটুকু বৃষ্টিপাত হতে পারে, সেরকম একটি ধারণা তুলে ধরেছেন বিবিসি বাংলার কাছে। মি. মল্লিক জানাচ্ছিলেন, ঈদের দিন রাজধানী ঢাকা শহরসহ ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাত হতে পারে দুইটি সময়ের মধ্যে। সেটি হলো ভোর বেলা এবং শেষ বিকেল। তবে তিনি এটিও জানিয়েছেন, ঈদের দিন ঢাকায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও বেশি হালকা থেকে মাঝারি। এদিন ঢাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। প্রতি ঈদে ঢাকায় ঈদের মূল জামাত অনুষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে। এর বাইরেও বিভিন্ন মসজিদের বাইরেও অনুষ্ঠিত হয় ঈদ জামাত। আবহাওয়াবিদ মি. মল্লিক বলছিলেন, "গাণিতিক মডেল অনুযায়ী আমরা যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতে ঈদের দিন ভোর বেলায় থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত ঢাকা বিভাগের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।" তিনি জানান, ঈদের দিনের প্রথম দফার বৃষ্টি ভোর বেলার মধ্যেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে সকাল দশটা থেকে এগারোটার পর থেকে বিকেল পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা খুব কম। এছাড়া, ঈদের দিন শেষ বিকেল বা সন্ধ্যার দিকেও যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সেটির পরিমাণও হতে পারে তুলনামূলক কম। মি. মল্লিক বলছিলেন, "ঈদের দিন ঢাকায় সর্বোচ্চ ১০ থেকে ২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেটিও ঢাকা বিভাগের দুয়েকটি জায়গায়, সব জায়গায় নয়।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

পাকিস্তানে শুরু হয়েছে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পাকিস্তানে শুরু হয়েছে বাংলাদেশি সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। আগে এই প্রশিক্ষণ হতো ভারতে এবং সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ভারত বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ভারতের পক্ষে কাজ করাতো বলে অভিযোগ রয়েছে। এবার ভারতের পরিবর্তে পাকিস্তানে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হওয়ায় অনেকটা দিশেহারা নয়াদিল্লি। টাইমস অফ ইসলামাবাদের খবরে বলা হয়েছে ১২ জন উর্ধ্বতন বাংলাদেশি আমলা লাহোরে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসেস একাডেমিতে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। দুই সপ্তাহের এই কোর্সটি কয়েক দশকের মধ্যে দুই দেশের মধ্যে প্রথম কাঠামোগত আমলাতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ বিনিময়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো- জনপ্রশাসন, সুশাসনের সর্বোত্তম অনুশীলন এবং আধুনিক সেবা প্রদানের কৌশল। বাংলাদেশি কর্মকর্তারা পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সাথে প্রশাসনিক সংস্কার, নীতি বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা করছেন। চলমান প্রশিক্ষণে পাকিস্তানী প্রশিক্ষকরা ফেডারেল এবং প্রাদেশিক শাসন কাঠামো থেকে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন। যেখানে ডিজিটাল রুপান্তর এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা মডিউলের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর এই উদ্যোগকে দুই দেশের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক জোরদার করার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, এই ধরনের কর্মসূচি দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং পেশাগত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, এই প্রশিক্ষণ সহযোগিতা প্রতিরক্ষা কর্মীদের পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। আগামী মাসগুলোতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারাও পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
(রেডিও তেহরান: ২৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

ভারতের ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরিত্র নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি

ভারতের রাজধানী দিল্লিকে ঘিরে ইদুল আযহাকে সামনে রেখে যে নির্দেশনাগুলো প্রকাশ্যে এসেছে, তা শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবেই দেখা হচ্ছে না। বরং এটি এখন ভারতের ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরিত্র নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। দিল্লি সরকারের তরফ থেকে গবাদি পশু বিশেষ করে গরু, বাছুর, উট এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রাণীর ওপর কঠোর অবস্থান প্রকাশ্য স্থানে পশু জবাই নিষিদ্ধকরণ, রাস্তা বা বাজারে পশু ক্রয়-বিক্রির উপর নজরদারি এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার হুঁশিয়ারি- এসব বিষয়ে মুসলিম সমাজের একটি অংশ তাদের ধর্মীয় অনুশীলনের ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখছে। তবে একইসঙ্গে ভারতের আইন, রাজনৈতিক বাস্তবতা, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থান এবং সামাজিক উত্তেজনার বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ছাড়া এই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে পুরো চিত্রটি স্পষ্ট হয় না। মুসলিমদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এতদিন অনেকটা আড়ালে করলেও, এবার প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের টার্গেট হচ্ছেন ভারতীয় মুসলিমরা। আর উপলক্ষ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ঈদুল আযহাকে।
ভারতে গরু জবাই নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। বহু দশক ধরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গরু হত্যা বা গরু জবাই সীমিত বা নিষিদ্ধ রয়েছে। ভারতের সংবিধানের নীতি-নির্দেশক অংশে গবাদি পশু সংরক্ষণের কথাও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু গত এক দশকে এই বিষয়টি শুধুমাত্র পশু সংরক্ষণ বা ধর্মীয় আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং এটি সরাসরি রাজনীতিক পরিচয়ের অংশে পরিণত হয়েছে। বিশেষত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি আরো দৃশ্যমানভাবে রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে মিশে গেছে বলে সমালোচকরা দাবি করেন। মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস কিংবা ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে যে ধরনের উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তা ভারতের বহুত্ববাদী চরিত্র নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। ঈদুল আযহা মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসবের মূল প্রতীকী হলো কোরবানি। ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী, এটি কেবল পশু জবাই নয় বরং ত্যাগ, আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর নির্দেশ মানার প্রতীক। ফলে কোরবানিকে ঘিরে প্রশাসনিক বিধি-নিষেধ আরোপ করলে মুসলমানদের একটি বড়ো অংশ সেটিকে সরাসরি ধর্মীয় অধিকারের অংশের সঙ্গে যুক্ত করে দেখাবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে, যখন রাজনৈতিক বক্তব্যের ভেতরে অবৈধ পশু বেচা-কেনা, পুলিশি অভিযোগ, ফৌজদারি ব্যবস্থা ইত্যাদি ভাষা সামনে আসে, তখন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের অনুভূতি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে এখানে আরেকটি বাস্তবতাও গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লির সরকার যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলছে, তার একটি অংশ আসলে অননুমোদিত বা অবৈধ কোরবানির রোধের প্রশাসনিক ভাষা। ভারতীয় শহরগুলোতে প্রকাশ্য স্থানে পশু জবাই, রাস্তায় বর্জ্য ফেলা বা স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন নিয়ে বহু বছর ধরেই পৌর প্রশাসনের উদ্বেগ রয়েছে। তবে অনেক সময় স্থানীয় প্রশাসন নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কোরবানি নিষিদ্ধ করে থাকে। কিন্তু সমালোচকদের বক্তব্য হলো- যখন একই বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নমনীয়ভাবে দেখা হয়, অথচ মুসলমানদের ক্ষেত্রে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হয়, তখন তখন সেটি নিরপেক্ষ প্রশাসন নয় বরং বেছে বেছে নিয়ন্ত্রণ বলেই মনে হয়।
ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতায় হিন্দুত্ববাদ এখন শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক মতবাদ নয়। এটি নির্বাচনি রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কিন্তু ভোটকে একত্রিত করার জন্য বহু সময় মুসলমানদের কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বিতর্ক উসকে দেওয়া হয়। এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। গরু, মসজিদ, হিজাব, আজান, কিংবা নাগরিকত্ব আইন- প্রতিটি ইস্যুতে দেখা গেছে রাজনৈতিক মেরুকরণ। দিল্লিতে কোরবানি নিয়ে কঠোর অবস্থানকে অনেকেই সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই দেখছেন। কারণ এই ধরনের পদক্ষেপ হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভোটারদের কাছে সংস্কৃতি রক্ষার উদ্যোগ

হিসেবে উপস্থাপন করা সহজ হয়। কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকি হলো সামাজিক মেরূকরণ যখন একটি রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মনে করতে শুরু করে যে, তাদের ধর্মীয় চর্চা ক্রমাগত সংকুচিত করা হচ্ছে, তখন ক্ষোভ জমতে থাকে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একটি অংশ যখন বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, রাষ্ট্র এখন তাদের পক্ষের, তখন সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। ভারতের মতো বহু ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির দেশে এই ধরনের উত্তেজনা দীর্ঘমেয়াদে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তবে মুসলমানদের অস্ত্র তুলতে বাধ্য করা হচ্ছে এই ধরনের বক্তব্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। ইতিহাস দেখিয়েছে, রাজনৈতিক নিপীড়ন বা বৈষম্যের প্রতিক্রিয়ায় সহিংসতা শুরু হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। ভারতের মুসলমানরা সংখ্যায় বিশাল হলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় তারা বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। ফলে সংঘাতমুখী পরিস্থিতি তাদের জন্য আরও বিপজ্জনক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। একইভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণাত্মক বক্তব্য এবং মুসলিম সমাজের ক্ষোভ, এই দুইয়ের সংঘর্ষ ভারতীয় সমাজকে আরো অস্থিতিশীল করতে পারে। দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্রার বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি অতীতে সাম্প্রদায়িক বিতর্কে আলোচিত ছিলেন। তার কণ্ঠে যখন কঠোর ভাষা শোনা যায়, তখন বিরোধীরা এটিকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক নির্দেশ হিসেবে নয়, বরং একটি রাজনৈতিক বার্তা হিসেবেও ব্যাখ্যা করে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ধরনের বক্তব্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক সময় বাস্তবতার চেয়েও বেশি আতঙ্ক বা উত্তেজানার সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ। ভারত নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করে। পশ্চিমা বিশ্ব, মুসলিম দেশগুলো এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। যদি এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচার অনুষ্ঠান পদ্ধতিগতভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে, তাহলে ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিও চাপে পড়তে পারে। যদিও ভারতের সরকার সাধারণত এসব অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বলে যে, আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানে আরেকটি দিকও গুরুত্বপূর্ণ, ভারতের মুসলিম সমাজ একক বা অভিন্ন নয়। কেউ আইনি ও সাংবিধানিক পথে প্রতিবাদে বিশ্বাস করে। কেউ রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়, আবার কেউ সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে নরম অবস্থান নেয়। ফলে দিল্লির এই নির্দেশনাকে ঘিরে প্রতিক্রিয়াও একরকম হবে না। তবে এটি স্পষ্ট যে, ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে চাপ বা অনিশ্চয়তা যত বাড়বে, ততই পারস্পরিক অবিশ্বাস গভীর হবে।
সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কীভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। যদি স্বাস্থ্যবিধি, জনশৃঙ্খলা বা আইনের প্রয়োজনে কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করতেই হয়, তাহলে সেটি এমনভাবে করতে হবে, যাতে কোনো সম্প্রদায় নিজেদের লক্ষ্যবস্তু মনে না করে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলো যদি ধর্মীয় অনুভূতিকে নির্বাচনি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে সেই ক্ষতি শেষ পর্যন্ত পুরো সমাজকেই বহন করতে হবে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি দেখাচ্ছে যে, দেশটি কেবল রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে যাচ্ছে না, বরং তার সাংবিধানিক পরিচয় নিয়েও এক ধরনের টানাপড়েন চলছে। একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ বহুত্ববাদী ভারতের ধারণা, অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রের ধারণা। এই দুই প্রবণতার সংঘর্ষ ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে। দিল্লিতে কোরবানি ইসু, সেই বৃহত্তর সংঘাতেরই আর একটি প্রতিফলন। পরিশেষে বলা যায়, কোরবানি নিয়ে দিল্লি সরকারের কঠোর অবস্থানকে কেউ প্রশাসনিক প্রয়াস হিসেবে দেখবে, কেউ ধর্মীয় অধিকার হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই ধরনের সিদ্ধান্ত এমন একটি সমাজে নেওয়া হচ্ছে, যেখানে ধর্মীয় পরিচয় এখন গভীরভাবে রাজনৈতিক পরিচয় হয়ে উঠছে। ফলে আইন প্রয়োগের প্রতিটি পদক্ষেপও রাজনৈতিক অর্থ বহন করছে। আর এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো- সংযম, ন্যায়সঙ্গত আইন প্রয়োগ এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিশ্বাস পুনর্গঠন। কারণ রাষ্ট্র যদি এমন ধারণা তৈরি করে যে, একটি সম্প্রদায়ের উৎসব বা বিশ্বাস ক্রমাগত নজরদারির মধ্যে, তাহলে সেই ক্ষোভ ভবিষ্যতে আরও বড়ো সামাজিক সংকটের জন্ম দিতে পারে।
(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ, ২৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

এনএইচকে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির আরও কাছাকাছি

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোর কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ট্রাম্প এমন একটি চুক্তি মেনে নিতে চলেছেন, যা ওয়াশিংটন ও তেহরানকে একটি চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য ৩০ দিন সময় দেবে। কর্মকর্তারা আরও বলেছেন, প্রয়োজনে এই সময়সীমা একমাস বাড়ানো যেতে পারে। সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট অ্যাক্সিওস একজন মার্কিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ও তেহরান ৬০ দিন মেয়াদি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে। জানা গেছে, ওই কর্মকর্তা বলেছেন যে, এই সময়কালে হরমুজ প্রণালি কোনো টোল ছাড়াই খুলে দেওয়া হবে। এর বিনিময়ে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলোর ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেবে এবং তেহরানকে অবাধে তেল বিক্রির সুযোগ দিতে কিছু নিষেধাজ্ঞা শিথিল করবে। কিন্তু সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে যে, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও, ইরান হরমুজ প্রণালির উপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে চায়। গণমাধ্যমগুলো ইরানের পারমাণবিক উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন খবর প্রকাশ করছে। অ্যাক্সিওস জানিয়েছে, তেহরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের

চেষ্টা করবে না এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করা ও তাদের কাছে থাকা উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত কীভাবে পরিচালনা করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা করবে বলে খসড়া স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে। তবে তাসনিম সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপই মেনে নেয়নি। সংস্থাটি আরও জানায়, ইরান সম্পদ জব্দের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

আরো ১৭ শিশুর মৃত্যুতে বাংলাদেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ৫৪৫

বাংলাদেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আরো ১৭ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ শিশুর মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে, আর বাকি একজন শিশুর হামে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ নিয়ে গত ৭১ দিনে দেশে হাম ও হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা ৫৪৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৪৫৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আর হামে ৮৭ শিশুর মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আজ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এই হিসাব ২৪ মে সকাল ৮টা থেকে আজ ২৫ মে সকাল ৮টা পর্যন্ত সময়ের। গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে যে ১৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে ৭ শিশুই ঢাকা বিভাগের। এ ছাড়া, সিলেট বিভাগে তিনজন, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে দুইজন করে এবং ময়মনসিংহে একজনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ১২৭ জন। এই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ২৭ শিশু। তাদের মধ্যে ৪২৭ শিশুই ঢাকা বিভাগের। এরপর আছে চট্টগ্রাম (২০৮), বরিশাল (১২৮) ও খুলনা (৯৫)। গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৪০৫ জন হাসপাতাল থেকে ছুটিও পেয়েছে। গত ১৫ মার্চ দেশে প্রথম হাম রোগী শনাক্ত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৭১ দিনে মোট হাম রোগীর সংখ্যা ৬৪ হাজার ৯৪০ জন। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫১ হাজার ৫৮৫ জন। মোট হাম শনাক্ত হয়েছে ৮ হাজার ৭১৯ জনের। এ ছাড়া ৭১ দিনে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছে ৪৭ হাজার ৬১৯ জন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ রনি)

জঙ্গল সলিমপুরে র‍্যাবের ক্যাম্পে গুলি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে ক্যাম্পে গুলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব। সন্ত্রাসী ইয়াসিন বাহিনীর সদস্যরা গুলি চালিয়েছে বলেও র‍্যাব জানায়। রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে এ হামলা চালানো হয়। র‍্যাব বলছে, আত্মরক্ষার্থে তারা পাল্টা গুলি ছুড়েছে। তবে হতাহতের বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাফিজুর রহমান রাত সাড়ে ৩টার দিকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাঠানো সংক্ষিপ্ত বার্তায় এই তথ্য জানান। সেখানে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ-ফৌজদারহাট সংযোগ সড়ক ধরে এগোলে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের বিপরীত দিকে একটি সড়ক ঢুকে গেছে পাহাড়ের ভেতরে। সেই পথেই শুরু সলিমপুর। জঙ্গল সলিমপুর ও আলীনগর, মূলত দুটি অংশে বিভক্ত এলাকাটি। জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, এখানে ৩ হাজার ১০০ একর খাসজমি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে বিভিন্ন ভূমিদস্যু ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। প্রথমবারের মতো গত ৯ মার্চ সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) প্রায় ৩ হাজার ২০০ সদস্য যৌথ অভিযান চালিয়ে এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নেন। এর আগে, বিভিন্ন সময় চেষ্টা করেও এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব হয়নি। উল্টো অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এবার অভিযানের পর সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দিয়েছে। এ অবস্থায় জঙ্গল সলিমপুরের এস এম পাইলট উচ্চবিদ্যালয় ও আলীনগর উচ্চবিদ্যালয়ে র‍্যাব-পুলিশের সমন্বয়ে পৃথক দুটি চৌকি বসানো হয়েছে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ রনি)

ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে শান্তি বাহিনীতে কমছে সেনা

সম্প্রতি স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপ্রি) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে শান্তি মিশনগুলো চালায়, গত কয়েক বছরে তা চোখে পড়ার মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের শেষে সব মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে মোতায়েন করা শান্তি বাহিনীতে সেনার সংখ্যা ৭৯ হাজার। এই সংখ্যাটি গত ২৫ বছরের নিরিখে সর্বনিম্ন। ২০১৬ সালে, অর্থাৎ ঠিক ১০ বছর আগে শান্তি বাহিনীতে মোট সেনার সংখ্যা ৪৯ শতাংশ বেশি ছিল। ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে শান্তিবাহিনীতে সেনার সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান বলে জানিয়েছে এই রিপোর্ট এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরো কমতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ রনি)

অনুপ্রবেশকারীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে হোল্ডিং সেন্টার

অবৈধভাবে যে বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গারা পশ্চিমবঙ্গে আছেন, তাদের ধরে রাখার জন্য জেলায় জেলায় ‘হোল্ডিং সেন্টার’ তৈরির নির্দেশ দিলো নবান্ন। ‘হোল্ডিং সেন্টারে’ সন্দেহভাজনদের ৩০ দিন আটক করে রাখা যাবে। অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ধৃতেরা তো বটেই, যারা এর আগে ধরা পড়েছিলেন এবং বন্দি ছিলেন, তাদেরও সেখানে রাখা যাবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর নির্দেশিকা সরকার আগেই জারি করেছিল।

শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ আগের সরকার পালন করেনি, তার সরকার করবে। সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আওতায় যারা পড়েন না, তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হবে এবং তুলে দেওয়া হবে বিএসএফ-এর হাতে। বিএসএফ তাদের ফেরত পাঠানোর কাজ করবে। এরপর সরকারও নির্দেশিকা জারি করলো। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ রনি)

তেহরানের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে ট্রাম্প

ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান দুই তরফ থেকেই সমালোচনা শুনতে হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুথ সোশ্যালে জানিয়েছেন, চুক্তি নিয়ে কোনোরকম তাড়াহুড়ো তিনি করবেন না। রোববার ট্রুথ সোশ্যালে এই চুক্তি নিয়ে একাধিক পোস্ট করেছেন ট্রাম্প। সর্বশেষ পোস্টে তিনি বলেছেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি 'এখনো পুরোপুরি সমঝোতার জায়গায় পৌঁছায়নি।' ট্রাম্প জানিয়েছেন, এ নিয়ে কোনো রকম তাড়াহুড়ো করা হবে না। সময় নিয়ে আলোচনা চালানো হবে। তেহরানের তরফে জানানো হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয়ে এখনো সমঝোতা হয়নি। এদিকে, ডেমোক্র্যাটরা তো বটেই, রিপাবলিকান সেনেটররাও এনিয়ে ট্রাম্পের সমালোচনা শুরু করেছেন। ডেমোক্র্যাট সেনেটর ক্রিস ভয়ান হলেন একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'যুদ্ধের আগে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার যে অবস্থান ছিল, বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে খুব আলাদা বলে মনে হচ্ছে না। এমনটা হলে চরম বিপদ হবে।' রিপাবলিকান সেনেটর থম টিলিস বলেছেন, 'যে চুক্তির দিকে আমরা এগোচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, পরমাণু সংক্রান্ত বেশ কিছু সামগ্রী ইরানকে রেখে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। তা হলে আর এত ঘটনার কী অর্থ হলো?' আরো বেশ কিছু রিপাবলিকান সেনেটরও একইভাবে ট্রাম্পের সমালোচনা শুরু করেছেন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ রনি)

পাকিস্তানে ট্রেনে বোমা হামলায় ৩০ জনেরও বেশি নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একটি ট্রেনে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৩০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। আজ সোমবার সে দেশের দুই কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিরা এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। বেলুচিস্তান প্রাদেশিক সরকারের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দু-জন কর্মকর্তা জানান, রবিবার বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং তাদের স্বজনদের নিয়ে যাওয়ার সময় একটি শাটল ট্রেনে আত্মঘাতী গাড়ি-বোমা হামলা চালানো হয়। হামলার পর প্রাথমিকভাবে অন্তত ২৪ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও পরে নিহতের সংখ্যা ৩০ ছাড়িয়েছে যায়। একজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি নিয়ে ট্রেনটিতে সজোরে ধাক্কা দিলে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

কোরবানির বাজারে মন্দার আভাস

সারা দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহার কোরবানির পশুর হাট। তবে প্রথম দিকেই বাজারে দেখা দিয়েছে এক ধরনের 'মন্দাভাব'। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা আর পশুখাদ্যের বাড়তি দামের কারণে এবার হাটে পশুর সরবরাহ যেমন কম, তেমনি বিক্রেতাদের হাঁকানো দামও কিছুটা বেশি। ফলে বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও দেশে পশু কোরবানির সংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, কয়েক বছর ধরেই দেশে পশু কোরবানির সংখ্যা কমছে। গত বছর (২০২৫) ঈদুল আজহায় দেশে ৯১ লাখ পশু কোরবানি হয়েছিল, যা তার আগের বছরের (২০২৪) চেয়ে ১৩ লাখ কম। ২০২৪-এর ঈদুল আজহায় সারা দেশে ১ কোটি ৪ লাখ পশু কোরবানি হয়েছিল। গত বছর ৩৩ লাখ ১০ হাজারের বেশি কোরবানির পশু অবিক্রীত রয়ে যায়। অন্যদিকে, এ বছর ঈদুল আজহায় দেশে কোরবানি যোগ্য পশুর সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লাখ ৩৩ হাজার। এর মধ্যে এবার চাহিদা হবে ১ কোটি ১ লাখ বলে প্রাথমিক ধারণা করেছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। তবে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, এবার গত বছরের চেয়েও কোরবানি কম হতে পারে, সংখ্যায় যা ৯১ লাখের চেয়েও কম হতে পারে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কারণে সড়কে 'মৃত্যুর মিছিল'

পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কারণে সড়কে 'মৃত্যুর মিছিল' শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। সোমবার (২৫ মে) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে অবিলম্বে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের নৈরাজ্য বন্ধ করে সাধারণ মানুষের ঈদযাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার দাবি জানানো হয়। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী অভিযোগ করেন, আসন্ন ঈদে অতিরিক্ত ভাড়া না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিভিন্ন রুটে বাস মালিক ও পরিবহণ সংশ্লিষ্টরা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছেন। তিনি বলেন, অতিরিক্ত ভাড়া বহনের সামর্থ্য না থাকায় অনেক শ্রমজীবী মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রাক, ট্রেনের ছাদ ও খোলা পণ্যবাহী যানবাহনে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এডিবি প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল। সোমবার (২৫ মে) সকালে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাদের মধ্যে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সাক্ষাৎকালে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এবিএম আব্দুস সাত্তার উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

এপ্রিলের বেতন দিয়েছে ৯৯.৪৮ শতাংশ পোশাক কারখানা : বিজিএমইএ

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সদস্যভুক্ত পোশাক কারখানার প্রায় শতভাগ এপ্রিল মাসের বেতন পরিশোধ করেছে। বিজিএমইএ-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোট ২ হাজার ১৩৪টি চালু কারখানার মধ্যে এপ্রিল মাসের বেতন পরিশোধ করেছে ২ হাজার ১২৩টি কারখানা, যা মোট কারখানার ৯৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ। একইসঙ্গে ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে ২ হাজার ৫৮টি কারখানা বা ৯৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। অন্যদিকে, মে মাসের অগ্রিম বেতন পরিশোধ করেছে ১ হাজার ২৪৩টি কারখানা, যা মোট কারখানার ৫৮ দশমিক ২৫ শতাংশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকা জোনে মোট চালু কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৭৯৪টি। এর মধ্যে মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ হয়েছে শতভাগ কারখানায়। এপ্রিল মাসের বেতন পরিশোধ করেছে ১ হাজার ৭৮৬টি কারখানা বা ৯৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ। বকেয়া রয়েছে আটটি কারখানায় বা শূন্য দশমিক ৪৫ শতাংশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

ইপিজেডে দুই লাখ টাকার জ্বালানি তেল ও লুবওয়েল জব্দ

চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড থানার আকমল আলী ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত করা প্রায় দুই লাখ টাকার জ্বালানি তেল ও লুবওয়েল জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। সোমবার (২৫ মে) সকালে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোস্টগার্ডের লে. কমান্ডার (মিডিয়া) সুমন আল মুকিত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এগুলো জব্দ করা হয়। সুমন আল মুকিত জানান, আকমল আলী ঘাট এলাকায় অবৈধভাবে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে জ্বালানি তেল মজুত রাখা হয়েছে- এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে এক হাজার ২০০ লিটার ডিজেল ও ২০০ লিটার লুবওয়েল জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা পণ্যের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দুই লাখ আট হাজার টাকা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা : ডিএমপি কমিশনার

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ঘরমুখো মানুষের নির্বিঘ্ন যাতায়াতে রাজধানীবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ব্যাপক নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা হাতে নিয়েছে। এমনটি জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কোনো অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও বিআরটিএ ভিজিলেন্স তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। সোমবার (২৫ মে) বেলা সাড়ে ১১টার পর গাবতলী বাস টার্মিনাল ও গাবতলী গরুর হাট পরিদর্শন শেষে এসব বলেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

রাজধানীতে চিপস কারখানায় আগুন, ২ শ্রমিক নিহত

রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় চিপস তৈরির একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এ ঘটনায় দুই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। রোববার (২৪ মে) দিবাগত রাত ৩টার দিকে কবরস্থান রোডের আব্দুল্লাহ চিপস ফ্যাক্টরি নামের ওই কারখানায় আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। সোমবার (২৫ মে) বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম কর্মকর্তা লিমা খানম। তিনি বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট। প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর রাত ৪টা ৩০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। লিমা খানম জানান, কারখানাটি ছিল দুই তলা আধাপাকা টিনশেড ঘর। আগুন নেভানোর পর সেখানে তল্লাশি চালিয়ে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

ট্রাফিক এআই মামলার ভুয়া এসএমএস, সতর্ক থাকার আহ্বান ডিএমপির

রাজধানীতে ট্রাফিক আইন ভঙ্গের জরিমানা আদায়ের নামে ভুয়া এসএমএস ছড়িয়ে প্রতারণার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। এ ধরনের বার্তায় বিভ্রান্ত না হতে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। সোমবার (২৫ মে) দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন জানান, সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মোবাইল ফোনে ট্রাফিক বিভাগের নামে জরিমানা সংক্রান্ত এসএমএস পাঠানো হচ্ছে। তবে, এসব বার্তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও অসত্য। সড়ক পরিবহণ আইন-২০১৮ অমান্যকারী কোনো যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা হলে সংশ্লিষ্ট গাড়ির মালিকের ঠিকানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরযুক্ত একটি অফিসিয়াল চিঠি পাঠানো হয়। এছাড়া, প্রয়োজন হলে শুধু দুটি সরকারি মোবাইল নম্বর- ০১৩২০০৪২২০৭ এবং ০১৩২০০৪২২২৭ থেকে এসএমএস পাঠানো হয়। ট্রাফিক এআই বা ভিডিও মামলার জরিমানার টাকা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপায় ও সিবিবিএলের মাধ্যমে পরিশোধ করা যায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

কালশী বস্তিতে আগুন, কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৫ ইউনিট

রাজধানীর কালশী বস্তিতে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট। সোমবার (২৫ মে) সন্ধ্যা ৭টা ২৩ মিনিটে মিরপুরের কালশী বস্তিতে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিস সদরদপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৭টা ২৩ মিনিটে কালশী বস্তিতে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। খবর পেয়ে প্রথমে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে কাজ শুরু করে। পরে আরও তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। বর্তমানে পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এছাড়া এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

কৃষক কার্ড থেকে থার্ড টার্মিনাল; সরকারের ১০০ দিনে 'দৃশ্যমান অগ্রগতি'

জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের প্রথম ১০০ দিনে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত, দৃশ্যমান ও কার্যকর বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে জানানো হয়েছে। সোমবার (২৫ মে) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সরকারের '১০০ দিন পূর্তি' উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই প্রতিটি অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রকাঠামো একযোগে লক্ষ্যস্থির করে কাজ করে যাচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রিসভা ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ মে পর্যন্ত মোট ১০টি ক্যাবিনেট (মন্ত্রিসভা) সভা সম্পন্ন করেছে। এসব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৬০টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৭টি সিদ্ধান্ত (প্রায় ৬২ শতাংশ) এরই মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ও কৃষি খাতের অগ্রগতি তুলে ধরে জানানো হয়, প্রথম মাসেই 'ফ্যামিলি কার্ড' চালুর মাধ্যমে নারীকেন্দ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খতিবদের জন্য সম্মানী প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জনদুর্ভোগ লাঘবে প্রিপেইড বিদ্যুৎ মিটারের অতিরিক্ত মাসিক চার্জ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এছাড়া, প্রথম ক্যাবিনেট (মন্ত্রিসভা) বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ক্ষুদ্র কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ এবং 'কৃষক কার্ড' চালু করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি সচল করতে দেশজুড়ে ঐতিহাসিক খাল খনন কর্মসূচি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রসঙ্গে জানানো হয়, সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি কমে ৮.৭১ শতাংশে নেমে এসেছে। বহুল আলোচিত এস আলম গ্রুপের ৪ হাজার ২৬৪ কোটি টাকার স্থাবর সম্পদ সফলভাবে জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া, সফলভাবে ৯০ দশমিক ৬৬ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে ১০টি দেশের মধ্যে তিনটি দেশের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের আস্থায় মাসিক রেমিট্যান্স এরই মধ্যে প্রায় ৩ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে এবং তাদের জন্য 'প্রবাসী কার্ড' চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বন্ধ কলকারখানা চালু করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিষয়ে বলা হয়, অনার্স (স্নাতক) পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে সব শিক্ষার্থীর মাঝে স্কুল ড্রেস, জুতা এবং পাটের তৈরি স্কুলব্যাগ বিতরণের পাইলট (পরীক্ষামূলক) প্রকল্প আগামী জুলাই মাসে প্রতিটি উপজেলার একাধিক স্কুলে একযোগে শুরু হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে আগামী মাস থেকে 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' (নতুন উদ্যোগ তহবিল) কার্যকর হবে। এছাড়া, দেশের প্রায় দুই লাখ ফ্রিল্যান্সারকে দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পরিচয়পত্র। আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতির উদাহরণ হিসেবে শিশু রামিসা হত্যাচেষ্টার দ্রুত চার্জশিট দাখিল, মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণের মামলায় মাত্র ২৯ কার্যদিবসের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডের রায় এবং এক দশক পর তনু হত্যা মামলার প্রথম আসামিকে গ্রেফতারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এছাড়া, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের বীরদের আইনি সুরক্ষা দিতে জাতীয় সংসদে 'জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি আইন' পাস করা হয়েছে। আহত শতাধিক যোদ্ধাকে রাশিয়া ও সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ইকোনমিক করিডোর (অর্থনৈতিক অঞ্চল) এবং আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল (তৃতীয় ভবন) উদ্‌বোধনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে।

ঢাকার বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ২৫০টি পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক (বৈদ্যুতিক) বাস চালুর উদ্যোগ এবং মেট্রোরেল ও ট্রেনে প্রবীণ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাড়ার ওপর ২৫ শতাংশ ছাড় আজ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অত্যাধুনিক 'গ্রাউন্ড মাস্টার-৪০০' রাডার স্থাপন করা হয়েছে, যা ঢাকা থেকে ৬৫০ কিলোমিটার এবং বঙ্গোপসাগরে ৮৩৩ কিলোমিটার পর্যন্ত আকাশসীমা নজরদারিতে রাখছে। পাশাপাশি সীমান্তে ড্রোন, অ্যান্টি-ড্রোন ও মাইন ডিটেক্টর (খনি শনাক্তকারী) স্থাপনের মতো আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশি পাসপোর্টে পূর্বের 'ইসরায়েল ব্যতীত' শব্দবন্ধটি পুনর্বহালের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, আগামী এক বছরকে 'নজরুল বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভিভিআইপি (গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী প্রটোকলের গণ্ডি ভেঙে সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছাচ্ছেন, যা মানবিক ও জনমুখী রাজনীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নিয়ে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন, স্পিচ রাইটার এস এ এম মাহফুজুর রহমান, উপ-প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনিসহ প্রেস উইংয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

ঝুলে থাকা নতুন রিফাইনারি বাস্তবায়নে আরও এক ধাপ এগোলো বিপিসি

১৩ বছর ঝুলে থাকা নতুন রিফাইনারি নির্মাণে আরও এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকার ইআরএল-২ প্রকল্প বাস্তবায়নে এবার পরামর্শক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তরল পেট্রোলিয়াম জ্বালানি আমদানি, পরিশোধন বিপণন ও নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানটি। ইস্টার্ন রিফাইনারির ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. শরীফ হাসনাত জাগো নিউজকে বলেন, 'মর্ডানাইজেশন অ্যান্ড এক্সপানশন অব ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল-২)' প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট (পিএমসি) নিয়োগে ২৫ মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিপিসি।' তিনি বলেন, '১৫ দিনের মধ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, শর্টলিস্ট যাচাই-বাছাই করে বাছাই করা আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রস্তাব চাওয়া হবে। আশা করছি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিএমসি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।' এর আগে, গত ১০ ফেব্রুয়ারি প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন (জিও) দেয় সরকার। প্রাক্কলিত ব্যয় বেশি থাকলেও এখন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ হাজার কোটি ৫৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকার ৬০ শতাংশ অর্থায়ন করবে এবং বিপিসি অর্থায়ন করবে ৪০ শতাংশ। প্রকল্পটি বাণিজ্যিক অপারেশন শুরুর পর থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ব্যয় উঠে আসবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাম ও হামের উপসর্গে আরও ১৭ শিশুর মৃত্যু

দেশে হামে আক্রান্ত হয়ে ও হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে আরও ১৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪৫ জনে। সোমবার (২৫ মে) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। রোববার (২৪ মে) সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা

পর্যন্ত দেশের হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতির বিষয়ে প্রতিবেদনে জানানো হয়, এ সময়ে নিশ্চিত হামে একজন ও সন্দেহজনক হাম রোগে ১৬ জন মারা গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৮৭ জনের প্রাণ গেছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে প্রাণহানির সংখ্যা ৪৫৮। এছাড়া, ১৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে আট হাজার ৭১৯ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪ হাজার ৯৪০। উল্লিখিত সময়ে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৫১ হাজার ৫৮৫ জনকে এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৪৭ হাজার ৬১৯ জন। বিভাগভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী, নিশ্চিত হামে সবচেয়ে বেশি ৫১ রোগী মারা গেছে ঢাকায়। এছাড়া, বরিশালে ১৯, চট্টগ্রামে ১০, সিলেটে তিন এবং ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে দু-জন করে মৃত্যুবরণ করেছে। সন্দেহজনক হামেও সবচেয়ে বেশি ১৮০ জনের মৃত্যু ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। এরপর ৮২ জন মারা গেছে রাজশাহীতে। সেই সঙ্গে সিলেটে ৫৩, চট্টগ্রামে ৪৪, ময়মনসিংহে ৩৮, বরিশালে ৩৪, খুলনায় ২১ ও রংপুরে ছয়জন প্রাণ হারিয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

১ জুন থেকে রামিসা হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু : আইনমন্ত্রী

ঈদের ছুটি শেষে অফিস-আদালত খোলার দিন থেকেই শিশু রামিসা হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। চুয়াডাঙ্গায় স্থানীয় বিএনপি নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে এ কথা বলেন আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান। সোমবার (২৫ মে) বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউজে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আইনমন্ত্রী বলেন, "নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতায় যে-সব বিচারিক আদালত রয়েছে, সেই আদালতগুলো ছুটির বাইরে রাখার জন্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালতগুলো খোলা থাকবে। আপনারা দেখবেন, ১ জুন থেকে রামিসার বিচার শুরু হচ্ছে। ঈদের ছুটির পর প্রথম যে দিন অফিস-আদালত খুলবে, ওদিনই রামিসার ঘটনার বিচার শুরু হবে।" তিনি আরও বলেন, "২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামি জবানবন্দি দিয়েছেন। আমরা বলেছিলাম, এক সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট, (চার্জশিট) হয়েছে। আমরা বিচারের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে গেছি।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

নিভলো কালশী বস্তির আগুন

অবশেষে রাজধানীর মিরপুরের কালশী বস্তিতে লাগা ভয়াবহ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পানির সংকট থাকলেও ফায়ার সার্ভিসের ১৫টি ইউনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। সোমবার (২৫ মে) রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানান ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম। এর আগে, সন্ধ্যা ৭টা ২৩ মিনিটে কালশী বস্তিতে আগুনের সূত্রপাত। তালহা বিন জসিম জানান, সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ২৩ মিনিটে বস্তিতে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। খবর পেয়ে প্রথমে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে। পরে আরও ইউনিট গিয়ে যুক্ত হয়। একে একে যোগ দেয় ১৫টি ইউনিট। সবগুলো ইউনিটের চেষ্টায় রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। । (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

তৃতীয় লিঙ্গের বকশিশের হার নির্ধারণ, অতিরিক্ত আদায় করলেই ব্যবস্থা

ঢাকার পশ্চিম রামপুরার মহানগর প্রজেক্ট আবাসিক এলাকায় তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া) সম্প্রদায়ের বকশিশ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করেছে স্থানীয় মহানগর আবাসিক সমাজ কল্যাণ সমিতি। একইসঙ্গে নির্ধারিত টাকার বাইরে অতিরিক্ত অর্থ দাবি, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে চাঁদাবাজির মামলাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি মহানগর আবাসিক সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় হিজড়া সম্প্রদায়ের একটি গ্রুপ এবং তাদের প্রধান ডালিয়ার সঙ্গে সমিতির নেতাদের আলোচনা শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে বলা হয়, মহানগর প্রজেক্ট আবাসিক এলাকার বাড়িওয়ালা, ফ্ল্যাট মালিক, ভাড়াটিয়া, দোকানদার, ব্যবসায়ী ও হোটেল মালিকদের কাছ থেকে শুধু সমিতি নির্ধারিত হারে বকশিশ নেওয়া যাবে। নির্ধারিত টাকার বাইরে জোরপূর্বক অতিরিক্ত অর্থ আদায় বা চাঁদা দাবি করা যাবে না। এছাড়া, সমিতির অনুমোদিত ব্যক্তিদের বাইরে অন্য কোনো হিজড়া ওই এলাকায় বকশিশ তুলতে পারবেন না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়, কাউকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, অশালীন আচরণ, অকথ্য ভাষা ব্যবহার, তালি দিয়ে বিরক্ত করা বা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা যাবে না। এমনকি সমিতির নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড ঘটলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের বিষয়টিও উল্লেখ করে বলা হয়, বকশিশ বা অনুদান দেওয়া কোনো নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে কেউ জোরপূর্বক অর্থ আদায় বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করলে, তা দণ্ডবিধির ৩৮৪ ও ৩৮৫ ধারা অনুযায়ী চাঁদাবাজি হিসেবে গণ্য হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হাতিরঝিল থানায় মামলাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

আজিমপুর সরকারি কলোনির পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

রাজধানীর আজিমপুর সরকারি কলোনির পুকুরে ডুবে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৫ মে) বিকেলে গোসল করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ছাত্রের নাম মো. জাহেন (১৫)। সে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাকে বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জাহেনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা কলোনির সিকিউরিটি ইনচার্জ আব্দুল কুদ্দুস জানান, বিকেল পৌনে ৩টার দিকে পুকুরে গোসল করার সময় জাহেন ডুবে যায়। পরে তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন। তাৎক্ষণিকভাবে এই কিশোরের বিস্তারিত পরিচয় জানাতে পারেননি আব্দুল কুদ্দুস। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে কোরবানির পশুর সারি, সরালেন ডিএনসিসি প্রশাসক

রাজধানীর দিয়াবাড়ি পশুর হাটের নির্ধারিত সীমানার বাইরে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে কোরবানির পশু বিক্রি করা হচ্ছিল। তা দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। তিনি দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের নিয়ে স্টেশনের নিচের সড়ক থেকে সব ধরনের পশু সরান এবং রাস্তা যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার নির্দেশ দেন। ডিএনসিসি প্রশাসক সোমবার (২৫ মে) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে সিটি করপোরেশনের আওতাধীন স্থায়ী এবং অস্থায়ী পশুর হাট পরিদর্শনে যান। তখন দেখা যায়, উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে সড়কে ডাইভারশন দিয়ে পশু বেধে রাখা হয়েছে। বিষয়টি দেখে প্রশাসক ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং কোনোভাবেই যেন রাস্তায় পশুর হাট বিস্তৃত না হয়, সে বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দেন। এসময় সংশ্লিষ্ট পশুর হাটের ইজারাদারকে তাৎক্ষণিক ফোন করে ঘটনাস্থলে আসতে বলেন প্রশাসক। পরে ইজারাদারকে সড়কে হাট না বসানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশনা অমান্য করা হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা করারও নির্দেশ দেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

পাকিস্তানে বোমা হামলায় প্রাণহানির ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

পাকিস্তানের কোয়েটায় ভয়াবহ বোমা হামলায় হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ রোববার এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি শোক এবং আন্তরিক সমবেদনা জানান। একইসঙ্গে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানান এবং এই কঠিন সময়ে পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। আজ রোববার পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় জাফর এক্সপ্রেসের একটি শাটল ট্রেনকে লক্ষ্য করে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সময় সকাল আনুমানিক ৮টা ৫ মিনিটে কোয়েটা সেনানিবাস থেকে ট্রেনটি রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ভয়াবহ এই বোমা বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ জনে। নারী ও শিশুসহ গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ৮২ জন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

কুয়েতে বাংলাদেশের খাদ্য সহায়তা হস্তান্তর, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্বারোপ

কূটনৈতিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, কুয়েতের জনগণের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রেরিত খাদ্য সহায়তার প্রথম চালান আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২৪০ টন জরুরি খাদ্যসামগ্রী একাধিক ফ্লাইটে কুয়েতে পাঠানো হচ্ছে, যা দুই দেশের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও মানবিক সংহতির প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে। গতকাল (রোববার, ২৪ মে) কুয়েতে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ জাররাহ জাবের আল-আহমাদ আল-সাবাহ’র নিকট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে পাঠানো খাদ্যসামগ্রী হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত ও পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। বৈঠকে পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কুয়েতের আমির শেখ মেশাল আল-আহমাদ আল-জাবের আল-সাবাহকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। একইসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রীর একটি শুভেচ্ছা বার্তা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। যেখানে কুয়েতের জনগণের শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ কামনা করা হয় এবং দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদারের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করা হয়। প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বাংলাদেশ ও কুয়েতের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি বেসামরিক বিমান চলাচল, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জনশক্তি খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা হয়। কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের এ মানবিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ‘এটি বাংলাদেশ-কুয়েত ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।’ (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

এনসিপি নেতা তারেক রেজা জামিনে মুক্ত

ঝিনাইদহে ছাত্রদলের দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজা জামিন পেয়েছেন। সোমবার (২৫ মে) সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার জামিন আবেদন করা হলে শুনানি শেষে আদালত জামিন মঞ্জুর করেন। পরে তিনি ঝিনাইদহ জেলা কারাগার থেকে মুক্তি পান। একই মামলায় গ্রেফতার অয়ন রহমান খানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে, রোববার (২৪ মে) সন্ধ্যায় দুই নেতাকে ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ আদালতে সোপর্দ করে। শুনানি শেষে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

দুই কোটিরও বেশি শিশুকে হামের টিকা দেওয়া হয়েছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. শাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, দেশে হামের টিকাদান কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১২২ শতাংশে পৌঁছেছে। এখন পর্যন্ত দুই কোটিরও বেশি শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। যে-সব ১৮টি উপজেলায় প্রথম ধাপে টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছিল, সেখানে হামের সংক্রমণের হার প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। আজ (সোমবার, ২৫ মে) সকালে ঈদুল আজহার আগে হাসপাতালগুলোতে জরুরি চিকিৎসা সেবা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা দেখতে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সদর জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। হামে সংক্রমণ ও মৃত্যু নিয়ে সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে স্বাধীন তদন্ত চাইছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি যদি ১০ জন মানুষকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েও হামে সংক্রমণে মায়ের বুক খালি হওয়া থামাতে না পারি, তাহলে কি আমি রক্ষা পাবো? শুধু শাস্তি দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না।” তিনি বলেন, “আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার হলো হামে আক্রান্ত শিশুদের রক্ষা করা এবং কোনো মায়ের বুক যেন সন্তান হারানোর বেদনায় খালি না হয়, তা নিশ্চিত করা।” এর আগে, মন্ত্রী কুমিল্লার সদর জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে হাসপাতালের বিভিন্ন সংকট, সমস্যার কথা শুনেন এবং খাবারের মান যাচাই করেন। এছাড়া, রোগীদের বিভিন্ন অভিযোগের কথাও শোনেন তিনি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

জঙ্গল সলিমপুরে র‍্যাবের ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে র‍্যাবের ক্যাম্পে হামলা করেছে সন্ত্রাসীরা। এ সময় ক্যাম্প লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। হামলার আগে সন্ত্রাসীরা একাধিক স্থানে রাস্তা কেটে দেয়, যেন বাড়তি ফোর্স সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। হামলায় র‍্যাবের নির্মাণাধীন একটি ক্যাম্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রবিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে এ হামলা চালানো হয়। ঘটনার সময় সন্ত্রাসীদের হামলার জবাবে আত্মরক্ষার্থে র‍্যাব সদস্যরাও পাল্টা গুলি ছুড়ে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় অব্যাহত ছিল। র‍্যাব সূত্র জানিয়েছে, এ ঘটনায় কোনো হতাহত নেই। তবে হামলার পর অভিযান চালিয়ে জড়িত সন্দেহে ২০-২৫ জনকে আটক করা হয়েছে। জানা গেছে, সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য খ্যাত দুর্গম পাহাড়ি এলাকাটিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক ক্যাম্প রয়েছে। এর মধ্যে একটি লক্ষ্য করে হঠাৎ গুলিবর্ষণ শুরু করে হামলাকারীরা। এদিকে, হামলার পর সেখানে যৌথ বাহিনীর অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। পুরো এলাকায় তল্লাশি চালায় যৌথবাহিনী। তবে এক্সেভেটর দিয়ে প্রবেশ মুখের প্রধান সড়কসহ চারটি স্থানে রাস্তা কেটে দেওয়ায় ভেতরে যেতে বেগ পেতে হয়েছে যৌথবাহিনী সদস্যদের। এর আগেও এ এলাকায় র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলা হয়েছিল। তখন হামলায় এলিট ফোর্সের একজন উপ-সহকারী পরিচালক নিহত ও কয়েকজন আহত হন। ওই ঘটনার জন্য সন্ত্রাসী ইয়াসিন বাহিনীকে দায়ী করা হয়েছে। ঘটনার পর গত ৯ মার্চ সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) প্রায় ৩ হাজার ২০০ সদস্য যৌথ অভিযান চালিয়ে এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। অভিযানের পর সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দেয়। তবে সেখানে গোপনে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল সন্ত্রাসী ইয়াসিন বাহিনী।
র‍্যাব-৭ অধিনায়ক লে. কর্নেল হাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, ইয়াসিন বাহিনীর শতাধিক সদস্য লাঠিসোঁটা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে আলীনগরস্থ যৌথ বাহিনীর ক্যাম্পে হামলা করে। তারা একে-৪৭ এর মতো অত্যাধুনিক রাইফেল থেকে গুলি বর্ষণ করে। ক্যাম্পে থাকা আমাদের সদস্যরাও ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পে পেছনের দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করে। তাদের প্রতিহত করা হয়। তবে পাশে নির্মাণাধীন আরেকটি ক্যাম্পে এক্সেভেটর দিয়ে সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর চালায়। এতে ক্যাম্পটির ৭০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি আরও জানান, হামলার আগে চারটি স্থানে এক্সেভেটর দিয়ে রাস্তা কেটে ফেলে সন্ত্রাসীরা। সে কারণে গাড়ি মূল সড়কে রেখে পায়ে হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়েছে। এই সুযোগে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের হামলার সময় ইট-পাটকেলের আঘাতে র‍্যাবের কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন। এছাড়া, অভিযানে সন্দেহভাজন ২০-২৫ জনকে আটক করা হয়েছে বলেও জানান র‍্যাব অধিনায়ক। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশকে ৫ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের ঘোষণা এডিবির

বাংলাদেশ সফররত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্ডা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রাধিকার খাতগুলো নিয়ে আলোচনা হয় এবং আগামী পাঁচ বছরে ৫

বিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন প্যাকেজ দেওয়ার ঘোষণা দেয় এডিবি। সোমবার অনুষ্ঠিত এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের তথ্য এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঢাকা অফিস। বৈঠকে মাসাতো কান্ডা বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন ধাপে প্রবেশ করছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখা, প্রবৃদ্ধির নতুন উৎস তৈরি এবং সংকট মোকাবিলায় সক্ষম বহুমুখী অর্থনীতি গঠনে এডিবি বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। এর মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

গ্যাসবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আগুনে পুড়ল যাত্রীবাহী বাস

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মূলজান এলাকায় গ্যাসবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর দূরপাল্লার একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন লেগেছে। এতে কোনো প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও, বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আগুনে যাত্রীদের মালামালও ভস্মীভূত হয়েছে। সোমবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাসুম। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়াগামী এফকে পরিবহণের একটি যাত্রীবাহী বাসের সামনের অংশের সঙ্গে ঢাকাগামী স্পেক্ট্রা কোম্পানির তরল গ্যাসবাহী ট্রাকের পেছনের অংশের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের কিছুক্ষণ পর বাসটিতে আগুন ধরে যায়। একইসঙ্গে গ্যাসবাহী ট্রাক থেকে গ্যাস লিকেজ শুরু হলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়লে যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে যান। কেউ কেউ জানালার কাঁচ ভেঙেও বের হওয়ার চেষ্টা করেন। এতে কয়েকজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে বড়ো ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার পর দুই গাড়ির চালকই গাড়ির চাবি রেখে পালিয়ে যান। দুর্ঘটনার কারণে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। এতে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে ফায়ার সার্ভিস আগুন ও গ্যাস লিকেজ নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনাকবলিত যান সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বাস ও ট্রাকটি গোলড়া হাইওয়ে থানায় নেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

চার্জশিটে উঠে এসেছে শিশু রামিসা হত্যার ভয়াবহতা

রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় মাত্র পাঁচদিনের তদন্ত শেষে ৪৭ পৃষ্ঠার অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে পুলিশ। ঢাকা মহানগর শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসরুর সালেকিন এই অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন এবং আগামী ১ জুন অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ধার্য করেছেন। রোববার পল্লবী থানার উপ-পরিদর্শক ওহিদুজ্জামান ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই অভিযোগপত্র দাখিল করেন। শুনানির পর মামলাটি বিচারের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়। এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে আজিজুর রহমান দুলু এবং আসামিপক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে মুসা কলিমুল্লাহ দায়িত্ব পালন করছেন। অভিযোগপত্র অনুযায়ী, এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত সোহেল রানা পেশায় একজন অটোরিকশা মেকানিক। গত ২০ মে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। জবানবন্দিতে সোহেল জানায়, নিয়মিত মাদক সেবনের পর ১৯ মে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পাশের বাসার শিশু রামিসাকে ডেকে সে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। বাথরুমে নিয়ে ধর্ষণের সময় শিশুটি চিৎকার করলে, সে তার মুখ চেপে ধরে কাপড় গুঁজে দেয়। শিশুটি জ্ঞান হারালে তাকে মৃত ভেবে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মরদেহ বিকৃত করার চেষ্টা করে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, মাথা বিচ্ছিন্ন করার কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও শকে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তার শরীরের সব ক্ষত ছিল শিশুটি বেঁচে থাকাকালীন সময়ের। তদন্ত প্রতিবেদনে আরও উঠে আসে, সোহেলকে পালাতে সহায়তা করেছে তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুন। শিশুটির পরিবার যখন রামিসাকে খুঁজছিল, তখন সোহেলের স্ত্রী ঘরের দরজা চেপে ধরে রেখে তাকে সময় করে দেয়। এই সুযোগে সোহেল জানালার গ্রিল ভেঙে পালিয়ে যায় এবং সোহেল পালিয়ে যাওয়ার পরই তার স্ত্রী দরজা খুলে দেয়। আলামত নষ্ট করা ও আসামিকে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগে স্বপ্না খাতুনকেও মামলার আসামি করা হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

সন্ত্রাসীদের কোনো ছাড় নয়, যা দরকার সব করা হবে : এসপি মাসুদ

চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুরে যৌথ বাহিনীর ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মাসুদ আলম। তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসীদের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে বলেই তারা হামলার মতো কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছে। তবে তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। সোমবার সকালে জঙ্গল সলিমপুরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে, রোববার দিবাগত রাতে যৌথ বাহিনীর ক্যাম্পে হামলা চালায় সন্ত্রাসী ইয়াসিন বাহিনী। এসপি মাসুদ আলম বলেন, "সন্ত্রাসীদের সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা ঝাঁকুনি দেবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের সেটা করতে দেওয়া হবে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যা যা করা প্রয়োজন, সবই করা হবে।" হামলার পর সোমবার ভোর থেকে যৌথ বাহিনীর বড়ো একটি দল জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান শুরু করে। অভিযানের অংশ হিসেবে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং সন্ত্রাসীদের অবস্থান শনাক্ত করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

জাতীয় ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাত সকাল সাড়ে ৭টায়

আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের প্রধান জামাত সকাল সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. আবদুস সালাম। সোমবার জাতীয় ঈদগাহের সার্বিক প্রস্তুতি পরিদর্শনে এসে তিনি এ কথা বলেন। প্রশাসক মো. আবদুস সালাম বলেন, "আবহাওয়া প্রতিকূল না থাকলে প্রধান জামাত সকাল ৮টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে স্থানান্তরিত করা হবে। এর মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ঈদগাহের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। জাতীয় ঈদগাহ ময়দানের ৩৫ হাজার মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারবেন।" তিনি বলেন, "জাতীয় ঈদগায়ে প্রবেশের পথ থাকবে চারটি, বের হওয়ার পথ থাকবে মোট সাতটি। ঈদের জামাতে জাতীয় ঈদগাহ প্রাঙ্গণ মোট ১২১টি কাতার করা হচ্ছে। পাশেই অজুখানা রাখা হয়েছে এখানে ১৪০ জন করে মুসল্লি একসঙ্গে অজু করতে পারবেন।" জাতীয় ঈদগাহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত ফ্যান লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভ্রাম্যমাণ টয়লেট রয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। সব মিলিয়ে জাতীয় ঈদগাহ সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কাজ করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

BBC

DEAL WITH US NOT IMMINENT: IRAN

Iran says some progress has been reached in talks with the US, but a deal "is not imminent". Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei's remarks came after US Secretary of State Marco Rubio said an agreement could possibly be reached on Monday. The memorandum of understanding reportedly involves a 60-day ceasefire extension, reopening the Strait of Hormuz and a plan for further negotiations over Iran's nuclear programme. At the weekend, President Donald Trump suggested the sides were closing a deal, even though he later said he had instructed negotiators "not to rush into" one.
(BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

OIL PRICES SLIDE ON HOPES OF US-IRAN PEACE DEAL

Oil prices have fallen sharply and Asian stock markets have risen on hopes of a deal that could bring an end to the US-Israel war with Iran. US Secretary of State Marco Rubio said negotiators had a "pretty solid thing on the table" and an agreement to end the conflict might be reached on Monday. On Monday morning, global oil benchmark Brent fell 5.5% to $97.90 a barrel, while US-traded crude was 5.9% lower at $90.93. The Strait of Hormuz, through which around a fifth of the world's oil and liquefied natural gas (LNG) usually passes, has been effectively closed since the conflict started on 28 February.
(BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

FIRST HONG KONG ASTRONAUT LAUNCHES INTO SPACE ONBOARD CHINESE MISSION

A Hong Kong astronaut has been launched into space for the first time, aboard China's Shenzhou-23 spacecraft. Li Jiaying, a 43-year-old police officer and mother of three, serves as the payload scientist in the three-member crew who made their way to China's Tiangong space station on Sunday night. At least one member of the crew will spend a fully year in orbit as part of a key experiment. Authorities will determine who that will be at a later date. The mission is the latest in China's ambitious space program to send humans to the moon by 2030. It comes amid an accelerating race with the US, which is looking to achieve a crewed lunar landing by 2028. (BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

CLASHES AS VENEZUELAN PRISONERS PROTEST OVER ALLEGED MISTREATMENT

Violent clashes have erupted between inmates and security personnel at a prison in the Venezuelan state of Barinas. Extra security forces were deployed to the jail after prisoners climbed the roof and burned mattresses in protest at their alleged mistreatment. Witnesses reported hearing explosions and inmates said they had been shot at. Organizations lobbying for prisoners rights have long denounced the poor conditions at many of Venezuela's penitentiaries. Non-governmental organization Venezuelan Prison Observatory (OVP) said that the inmates at the jail, known as Injuba, had been complaining for more than a week about their treatment under the prison's new director.
(BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

SENEGAL'S LEADERSHIP ROW MOUNTS AS PARLIAMENT SPEAKER RESIGNS

The speaker of Senegal's parliament El Malick Ndiaye has resigned from his post days after the country's President Bassirou Diomaye Faye sacked his mentor-turned-deputy, Prime Minister Ousmane Sonko, and dissolved the government. Some now speculate there are plans to offer the vacant speaker post to Sonko by loyalists in defiance of the president. Senegal's current crisis follows months of tension between Sonko and Faye. In a statement announcing his decision to resign as speaker on Sunday, Ndiaye said it came after "deep reflection" on "the sense of statehood". MPs have now been asked to meet on Tuesday for a session aimed at bringing Sonko back into parliament and voting for a new speaker.
(BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

CAMBODIA'S FORMER OPPOSITION LEADER RECEIVES ROYAL PARDON FOR 27-YEAR SENTENCE

Cambodia's former opposition leader Kem Sokha, who was serving a 27-year sentence for treason, has been pardoned, the country's former prime minister said. Hun Sen, who is currently Cambodia's acting head of state, said he signed a decree pardoning Sokha on behalf of King Norodom Sihamoni. Sokha, the former leader of the now-dissolved Cambodian National Rescue Party (CNRP), was first arrested in 2017 over a video where he said he had received support from US pro-democracy groups. He has been held under house arrest since he was found guilty of treason in 2023. The charges have been widely derided as politically motivated by human rights groups. Hun Sen posted on Facebook that Sokha had been "pardoned", alongside a photo of the royal decree signed by him.
(BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

POLICE FIRE SHOTS IN AIR TO DISPERSE ANGRY CROWDS AT DR CONGO EBOLA TREATMENT CENTRE

Police in the east of the Democratic Republic of Congo fired shots in the air after angry crowds attempted to reclaim the bodies of loved ones who had died at an Ebola treatment centre in Mongwalu, two local journalists told the BBC. Sunday's unrest continued throughout the day, the reporters said. The treatment centre, in a hospital compound, was the same place that was targeted overnight on Friday into Saturday, when an isolation tent was set ablaze. The body of a dead Ebola victim is highly infectious and can lead to the virus spreading further when prepared for burial. There have been more than 900 suspected Ebola cases in the current outbreak and 220 suspected deaths, officials say.
(BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

THREE KILLED IN UGANDA AFTER CRASHING INTO ELEPHANT

At least three people have died after a vehicle collided with an elephant in a national park in Uganda, officials have said. Police said four other people were injured in the incident in Murchison Falls National Park in the northwest of the country on Sunday evening. The vehicle was carrying seven officials from the Uganda Revenue Authority (URA), it added. Car accidents are common in Uganda and incidents involving wildlife and humans are also on the rise, as expanding communities encroach on protected wildlife areas. The car had been travelling from Arua city back to the capital, Kampala, when the collision took place, the Uganda Police Force said on X. (BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

CHINA'S XI PRAISES 'UNBREAKABLE' PAKISTAN TIES AS SHARIF VISITS BEIJING

China's President Xi Jinping has hailed Beijing's "unbreakable" friendship with Pakistan as he met visiting Prime Minister Shehbaz Sharif, seeking to deepen their "all-weather" partnership. Pakistan is among an exclusive group of countries China regards as an "all-weather strategic partner", with ties featuring close economic, trade and security cooperation. Greeting Sharif at Beijing's Great Hall of the People on Monday, Xi called him an "old friend" and said the two countries had "understood, trusted and supported each other" over decades, forging an "unbreakable traditional friendship". "No matter how the international situation changes, China always priorities the development of China-Pakistan relations in its neighbourhood diplomacy," Xi said. Beijing was willing to work with Islamabad to build a more close-knit China-Pakistan community with a shared future and achieve more in their "all-weather" cooperation, he added. (BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

ISRAEL KILL THREE IN ATTACKS ON LEBANON, ISSUES MORE DISPLACEMENT ORDERS

At least three people have been killed in Israeli air attacks on vehicles in southern Lebanon, the country's National News Agency (NNA) reported, as the Israeli military issued new

forced displacement orders for residents in the south. Israeli drone attacks targeting three vehicles on the Kafr Rumman-Jarmaq highway and the Jarmaq-Khardali road in the Nabatieh area early on Monday killed three people, NNA reported. Later, Israel ordered residents of 10 villages to evacuate their homes before expected strikes.
(BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

DEATH TOLL RISES TO FOUR IN PHILIPPINES BUILDING COLLAPSE; 17 MISSING

At least four people have been killed and 17 are missing after a building under construction collapsed in the Philippines, authorities say as search and rescue efforts are under way. Rescuers retrieved at least three people on Monday from the rubble of the nine-storey building in the city of Angeles, north of the capital, Manila. One of the victims had a pulse when he was retrieved but later died while another suffered cardiac arrest while still trapped, Mariah Leah Sajili, an information officer at the Bureau of Fire Protection, said in a phone interview with the Reuters news agency. (BBC News Web Page: 25/05/26, FARUK)

:: THE END ::